কালের কণ্ঠ

তারিখ 18 SEP 2013
পৃ: ৩ কলাম ৭

সব দায় কর্মচারীদের, কর্তারা নির্দোষ!

শরীফুল আলম সুমন ▶

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) সর্ববৃহৎ এমপিও কেলেঙ্কারিতে শুধু কর্মচারীদেরই অভিযুক্ত করেছে তদন্ত কমিটি। নিরাপদ রয়ে গেছেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। মাউশির পরিচালক (মনিটরিং) প্রফেসর দিদারুল আলমের নেতৃত্বে গঠিত কমিটি দীর্ঘ তদন্ত শেষে সম্প্রতি ১০ কর্মচারীকে অভিযুক্ত করে প্রতিবেদন মহাপরিচালকের কাছে জমা দেয়। অভিযুক্তদের মধ্যে আছেন চারজন ডিডিং অ্যাসিস্ট্যান্ট, ইএমআইএস (এডুকেশন ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম) সেলের চারজন, একজন অফিস সহকারী ও নেত্রোকোনা জেলার একটি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। কর্মচারীরা প্রতিবেদনটিকে একপেশে, পক্ষপাতদুষ্ট ও দায়সারা দাবি করে বলেছেন, কেবল কর্মচারীদের দিয়ে এত বড় দুর্নীতি সম্ভব নয়। ফের তদন্ত করলেই সব বের হয়ে আসবে।

মাউশির মহাপরিচালক প্রফেসর ফাহিমা খাতুন কালের কণ্ঠকে বলেন, 'যেসব এমপিওতে দুর্নীতি হয়েছে, ওই সব শিটে কোনো কর্মকর্তাদের স্বাক্ষর নেই। তাহলে তাঁদের অভিযুক্ত করব কী করে! যেসব শিক্ষক ভুয়া এমপিওভুক্ত হয়েছেন তাঁদের জিজ্ঞাসা করতে হবে তাঁরা কাদের কাদের টাকা দিয়েছেন। তাহলেই প্রকৃত চিত্র বেরিয়ে আসবে।'

তিনি আরো বলেন, 'আসলে এমপিও দুর্নীতি এক দিনের ব্যাপার না। অহরহই এটা ঘটছিল। দুর্নীতি দমন কমিশন আমাদের কাছে তদন্ত রিপোর্ট এবং অবৈধ এমপিও পাওয়া শিক্ষকদের তালিকা চেয়েছিল। আমরা দিয়েও দিয়েছি। অভিযোগটি গভীর পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।'

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানা যায়, সর্বশেষ ২৮৭ জনের ভুয়া এমপিওভুক্তি ধরা পড়লেও প্রকৃত সংখ্যাটি সাত শর কম নয়। এ ছাড়া তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযুক্ত ১০ জন ২৮৭টি ভুয়া এমপিওর সবগুলোর সঙ্গেও জড়িত নয়। বাকি এমপিও কারা করেছে, সে বিষয়টি তদন্ত রিপোর্টে

মাউশির এমপিও কেলেঙ্কারি

সুকৌশলে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে।

অভিযোগ উঠেছে, এমপিও নিয়ন্ত্রণে মাউশির একাধিক কর্মকর্তা-কর্মচারীর সমন্বয়ে কাজ করছে বিশাল সিন্ডিকেট। রয়েছেন কিছু শিক্ষক নেতাও, যাঁরা দীর্ঘদিন ধরেই ভুয়া এমপিওভুক্তির সঙ্গে জড়িত। কোনো শিক্ষক মারা গেলে বা চাকরি ছাড়লে, তাঁদের ইনডেক্স নম্বরে ভুয়া এমপিওভুক্তি করা হয়। নতুন ইনডেক্স নম্বর ফেলে জানাজানি হবে বিধায় পুরনো নম্বরগুলোকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। অবৈধ এমপিও করতে একেকজন শিক্ষককে এক থেকে দুই লাখ টাকা পর্যন্ত ঘুষ দিতে হয়। সর্বশেষ ধরা পড়া ২৮৭ জনের অবৈধ এমপিওতে সাড়ে তিন কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

বাধ্যবাধকতা এমপিও পেতে হলে নিজ নিজ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের মাধ্যমে জেলা শিক্ষা অফিসে আবেদন করতে হয়। শিক্ষা অফিস আবেদন যাচাই-বাছাই করে তা মাউশিতে পাঠায়। এরপর মাউশির ডিডিং অ্যাসিস্ট্যান্ট বিষয়টি যাচাই করেন। তারপর একজন সহকারী পরিচালক, উপপরিচালক ও পরিচালকের স্বাক্ষরের পর তা অনুমোদনহয়। পরে ওই শিক্ষকের নামে ইএমআইএস সেকশন থেকে ইনডেক্স নম্বর ফেলা হয়।

এদিকে আরো অভিযোগ উঠেছে, মাউশির মাধ্যমিক শাখা, বেসরকারি কলেজ শাখা, মাদ্রাসা শাখার সহকারী পরিচালক, উপপরিচালক ও পরিচালকরা অবৈধ এমপিওভুক্তির দায় এড়াতে পারেন না। এ ছাড়া হিসাবরক্ষণ শাখা এবং ইএমএস সেলের কর্মকর্তাদের এত বড় দুর্নীতি নজর এড়িয়ে যাওয়ার কথা নয়।

অভিযুক্ত এক কর্মচারী নাম প্রকাশ না করার শর্তে কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আমাদের ইনডেক্স নম্বর ফেলতে বলেছেন। অথচ আমাদেরই ফাঁসানো হয়েছে। তদন্ত কমিটিও আমাদের কথা শোনেনি।' মাউশির মহাপরিচালকও স্বীকার করেন, দায় কর্মকর্তাদেরও ছিল। তিনি কালের কণ্ঠকে বলেন, 'শুধু কর্মচারীদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। কর্মকর্তারাও দায় এড়াতে পারেন না। তদন্তে ধরা পড়ার পর অনেকেই স্বেচ্ছায় অন্যত্র বদলির আবেদন করছেন। কিন্তু বদলি তো কোনো শাস্তি নয়। আইনানুগ শাস্তি তাঁদের পেতেই হবে।'